ব
৩০১. ৩৫
কা খো শ্রী

RABINDRA-SADANA
শ্রীনিকেতন পল্লী-
-সেবা বিভাগের
প্রতিষ্ঠান
বি
৩০১.৩৫
বঙ্গ পল্লী
VISVA-BHARATI

শ্রীনিকেতন

পল্লী-সেবা বিভাগের

প্রতিবেদন

"যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমান হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

শ্রীকালীমোহন ঘোষ

RABINDRA-SADANA
7268
VISVA BHARATI

২৭শে চৈত্র, ১৩৩১ সাল

RABINDRA-SADANA

শ্রীনিকেতন
পল্লী সেবা বিভাগের
অভিবেদন।
ব
৩০১.৩৫
কা গে শ্রী

VISVA-BHARATI

RABINDRA-SADANA

08
কা(গে(শ্রী)

VISVA-BHARATI

শ্রীনিকেতন

পল্লী-সেবা বিভাগের

প্রতিবেদন

আমাদের কৃষিপ্রধান সভ্যতার প্রাণ পল্লীতে। পল্লীতেই জাতীয় দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে। আমরা চাই সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে যে প্রাণ সৃজন করে। পল্লীতে যখন প্রাণ ছিল তখন তার সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা সবই ছিল। তখন পল্লীর অঙ্গন কীর্ত্তন ও কথকতায় মুখরিত হইত, কেজো বস্তুশিল্পের যে কারিগর সেও রূপবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য যে ব্যাকুল হইয়া উঠিত, সে কেবল অর্থের তাড়ায় নহে প্রাণের আবেগে।

"প্রাণাৎ প্রাণ এজতি"

প্রাণই প্রাণ সঞ্চারিত করে; Scheme আসে পরে। সেই জন্য পল্লী-সংগঠন ব্যাপারে সর্ব্বপ্রথমে আমরা চাই একদল প্রাণবান যুবক—এই ধ্বংসোন্মুখ জাতির বেদনায় যাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়াছে এবং বাহিরের উত্তেজনায় বিক্ষুব্ধ না হইয়া যাঁহারা জীবনকে ঢালিয়া দিবেন পল্লীর প্রাঙ্গণে।

প্রত্যেক জাতির যেমন একটা বিশিষ্ট সত্ত্বা আছে প্রত্যেক পল্লীরও তেমনি একটি বিশিষ্টতা আছে। তাহাকে শুধু অর্থনীতি, অথবা জাতিতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে চলিবে না। তাহার সমগ্র রূপটা কি? প্রাণটা কোথায়?

বহুশতাব্দির পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনার অন্তরালে বহুযুগ সঞ্চিত যে culture-এর ধারা মিলিত হইয়া রহিয়াছে, হৃদয়ের সহানুভূতি দ্বারা তাহাকে অনুভব করিতে হইবে। সেই দরদ লইয়া শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে যে যাইবে, সেই পল্লীর হৃদয়-অন্তঃপুরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিবে। তাই বলিতেছিলাম সর্ব্বাগ্রে চাই সেই হৃদয়বান কর্ম্মী। এইরূপ একদল হৃদয়বান কর্ম্মী যুবক আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে গড়িয়া তোলাই হইতেছে আমাদের প্রধান কাজ।

পূর্ব্ব বৎসর হইতে আমরা পাশাপাশি কয়েকটী গ্রাম লইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছি। এ বৎসর আমাদের কার্য্যক্ষেত্র আরো প্রসারিত হইয়া পড়ে। কার্য্যক্ষেত্রের এইরূপ বিস্তৃতি স্বাভাবিক। সমগ্র দেশের চিত্ত এখন পল্লীর দিকে ফিরিয়াছে। পল্লীসংস্কারকার্য্যে দেশের কর্ম্মীগণ ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। পল্লীসংস্কারের আদর্শকে সঙ্গে লইয়া যেখানে কিছুমাত্র কার্য্যের আয়োজন চলিয়াছে, তাহার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। এই সময় এই জিলার অপরাপর স্থানে যাহারা পল্লীসংস্কারকার্য্যে একান্ত আগ্রহান্বিত তাহারা আমাদের সহযোগিতা দাবী করিবেন ইহা স্বাভাবিক। আমারও তাহাদের সাদর আহ্বান উপেক্ষা করিতে সমর্থ হই নাই।

এই জিলায় আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করার কার্য্যে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন—পল্লীসংগঠনকার্য্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্ ও অক্লান্ত কর্ম্মী রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়। তিনি আজ ৩৫ বৎসর ধরিয়া তাঁহার গ্রামে উন্নত কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তনের জন্য অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল কলিকাতা। কিন্তু সহরের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে বাস করিয়াও তাঁহার হৃদয় পড়িয়াছিল—তাঁহার এই ক্ষুদ্র অনুন্নত গণ্ডগ্রামে।

এই পল্লীতে তিনি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র গড়িয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয়ে, পল্লীবালকগণ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সঙ্গে

সঙ্গে বস্ত্রবয়ন ও কাঠের কার্য্য শিক্ষা করিতেছে। একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিনি বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে। রায় বাহাদুর তাঁহার চেষ্টায় সমবায় সেচনসমিতি গঠিত করিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের চারিশত বিঘা জমির জল সেচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই জিলার জল সেচন আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি এ বিষয়ে বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছেন। সুলতানপুরের পল্লীসংস্কার কার্য্য পরিদর্শন করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, তাহার পারিপার্শ্বিক অন্যূন দশটী গ্রাম তাঁহার এই কার্য্যের ফলভোগ করিতেছে। সুলতানপুর সম্বন্ধে উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, অবিনাশ বাবু সমগ্র জীবন ব্যাপী পল্লী-সংস্কার কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া নিজগ্রামে এই জিলার প্রধান সমস্যাগুলির মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, আমরা তাহার ফলভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাঁহার সভাপতিত্বের সময় জিলাবোর্ডের সহযোগিতায় পল্লী-সংস্কার কার্য্য সহজে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। জিলাবার্ডের সহায়তায় গত বৎসর ফেব্রুয়ারী, মে ও অক্টোবর মাসে আমরা তিনটী Training Camp-এর ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, এই Training Camp-এর ভিতর দিয়া কর্ম্মীদল গঠন করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। ব্রতীসংগঠন (scouting), বয়ন, রংকরা, চাষের কাজ, পল্লীস্বাস্থ্য (village sanitation), First aid, আর্থিক দুরবস্থা ও অন্যান্য পল্লীসমস্যাসম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এই তিনটী Camp-এ ৩৪ জন কর্ম্মী শিক্ষালাভ করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষক। কারণ বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া পল্লীসংগঠন কার্য্য সুরু করিতে হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমের বিকাশদ্বারাই মনুষ্যত্ব পূর্ণতা লাভ করে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে কর্ম্মশক্তি জাগ্রত করিবার অথবা শিশুদের চিত্তবিকাশের কোনও ব্যবস্থা নাই। বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা ও পল্লীসেবার অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিলে বালকদিগের

জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন কর্ম্মশক্তি জাগ্রত হইবে, অপরদিকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মানবপ্রীতি ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট প্রতিবেশীর দুঃখময় জীবনের প্রতি গভীর সহানুভূতির ভাব বর্দ্ধিত হইবে। এই জিলার বাহিরি, হাতিয়া, চিতুরি, ছবরাজপুর, সুলতানপুর, রাজনগর, আমেদপুর, নান্নুর, ময়ূরেশ্বর, ফতেপুর, রামপুরহাট, কুণ্ডলা, নলহাটী, বিষ্ণুপুর, মিত্রভূম শিউড়ী, সোনারকুণ্ড, কানাচি, নওয়ানগর, লোকপাড়া, পাঁচরা, মুরারই ইত্যাদি গ্রাম হইতে প্রেরিত কর্ম্মীগণ এখানে শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষকই তাঁহাদের বিদ্যালয়ে ব্রতীবালকদল গঠন করিয়াছেন। গত ম্যালেরিয়া ঋতুতে আমাদের নির্দ্দিষ্ট পন্থাবলম্বনে এই সকল ব্রতীদলের সাহায্যে স্বাস্থ্যোন্নতিসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া আশানুরূপ কার্য্য করিয়াছেন। জিলা বোর্ডের Public Health Officer ইহাদিগের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় কার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন।

বর্ত্তমান বর্দ্ধমানবিভাগের বিদ্যালয়সমূহের second Inspector মৌলবী আবুল হাসান খাঁ। চৌধুরী সাহেব এই জিলার প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের প্রবর্ত্তক। তাঁহার সহযোগিতায় বোলপুর গুরুট্রেনিং স্কুলের ১৪ জন শিক্ষককে আমরা শ্রীনিকেতনে গৃহশিল্পশিক্ষা দেওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। জিলাবোর্ড এই সকল শিক্ষকের wastage charge বাবদে ৫০৲ দান করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন। সেই সকল শিক্ষকদের সফলতাদর্শনে বর্ত্তমান বৎসরের শিক্ষকগণও শিক্ষালাভ করিবার জন্য আমাদের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আশা করি বর্ত্তমান নবনির্ব্বাচিত জিলাবোর্ডও পূর্ব্বের ন্যায় এই সকল গুরুদিগকে সাহায্য করিয়া বীরভূমের পল্লীসমূহের শিক্ষাসংস্কারের উন্নতি বিধান দ্বারা সমগ্র জিলার কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

ব্রতীবালকদল

বর্ত্তমান সময়ে ২৩টী বিভিন্নস্থানে ৬০৮টী ব্রতীবালক পল্লীসেবার কার্য্যে শিক্ষালাভ করিতেছে। ব্রতীবালকদলের অধিনায়ক অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীমান ধীরানন্দ রায়ের একনিষ্ঠ চেষ্টায় এই কার্য্য আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে। এই বৎসর নিকটবর্ত্তী সাঁওতাল বালকদিগকে লইয়া একটী ব্রতীবালকদল গঠিত হইয়াছে।

পাশাপাশি ১০টী গ্রামের ব্রতীবালকগণ সর্ব্বশুদ্ধ ২৬৪টী রোগীকে নিয়মিতরূপে কুইনাইন বিতরণ করিয়াছে, ২০৯টী পুকুর ও ডোবায় নিয়মিতরূপে কেরোসীন তৈল প্রয়োগ করিয়া মশা ধ্বংস করিয়াছে। এই সকল গ্রামের পল্লীসমিতির সভ্যগণের সহযোগিতায় ব্রতীবালকগণ ৫টী ড্রেণ কাটিয়াছে ও ৪টী রাস্তা মেরামত করিয়াছে। তাহাদের স্ব স্ব গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে। মৌদপুর গ্রামের প্লীহারোগীর সংখ্যা পূর্ব্বে ৬০ জন ছিল, গত বৎসর ১৮ জন ও এ বৎসর ৬ জন মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এ সকল গ্রামে এই বৎসর ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অতি অল্পই দেখা গিয়াছে।

আমাদের প্রতিবেশীদিগের মধ্যে, কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের চেষ্টায় পল্লীসমিতি স্থাপন করিয়া গ্রামের উন্নতি বিধানের চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। সুরুল গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় ও উত্তর পাড়ায় ২টী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সমিতি পল্লীর রাস্তা ঘাটের উন্নতি বিধান, শিক্ষা বিস্তার ও আর্ত্তের সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

অধিনায়ক ধীরানন্দবাবুর নেতৃত্বে ব্রতীবালকগণ কেন্দুলী, কঙ্কালী ও মুলুকের মেলায় যাত্রীদিগের সেবা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুলীতে যে বৃহৎমেলা হয়, তাহাতে ৫০ হাজারের অধিক যাত্রীর সমাগম হয়। উক্ত মেলায় মলত্যাগ করিবার কোনরূপ

সুব্যবস্থা না থাকায় সকলেই অজয় নদের তীরভূমিতে ও-মেলাস্থানের ভিতর মলত্যাগ করেন—ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই মেলাস্থান বাসের ও নদীর জল—পানের অনুপযোগী হইয়া উঠে। কিন্তু এত অধিক সংখ্যক লোকের পৃথক পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায় সকলেই নদীর দূষিত জল পান করেন। প্রতি বৎসরই মেলায় কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি নানাপ্রকার মারাত্মক রোগের আবির্ভাব হইত। বোলপুর, হুবরাজপুর ইত্যাদি নানাস্থানের ধনী ব্যক্তিরা এই স্থানে গরীব দুঃখীদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মহোৎসবের তিনদিন অসংখ্য গরীব কাঙ্গাল এইস্থানে উদর পরিপূর্ণ করিয়া আহার করিয়া যায়। কিন্তু এই সকল মহোৎসবের আবর্জ্জনাগুলি ফেলিবার ব্যবস্থা না থাকায় উৎসবের প্রথম দিনেই আহারের স্থান দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। মেলাস্থানের সকল দোকানগুলির সম্মুখে জল পড়িয়া ও আবর্জ্জনা জমিয়া ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই বিশেষ অসুবিধা হয়। মেলাস্থানে ও স্নানের ঘাটে ভিড়ের মধ্যে গুণ্ডা ও বদমাইসেরা লোকের টাকাকড়ি চুরি করিয়া লয় ও স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার করে।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলি দূর করিবার নিমিত্ত গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও বিশ্বভারতীর পল্লীসেবাবিভাগের তরফ হইতে ৩৬ জন স্বেচ্ছা-সেবক কেন্দুবিল্ব মেলায় গমন করেন। স্বেচ্ছাসেবকদিগের থাকিবার জন্য মেলাস্থানের উত্তরপশ্চিম কোণে ৫০০ গজ দূরে নদীর ধারে তাঁবু ফেলা হয়।

মেলার ভিতর ও নদীর পাড়ে যাহাতে কেহ মলত্যাগ না করে তজ্জন্য নদীর ধারে পুরুষদিগের জন্য ৮টি ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য ৮টী পায়খানা তৈয়ারী করা হয়। একটি ৬৪´×২´×২´ গর্ত্ত কাটা হয়। এই গর্ত্তটির উপর উপরোক্ত ১৬টি পায়খানা প্রস্তুত করা হয়। ময়লার গন্ধ যাহাতে মেলাস্থান অস্বাস্থ্যকর করিয়া না তোলে তজ্জন্য ২টি মেথর প্রতি ঘণ্টায় মাটীচাপা দিয়া তাহার উপর ফিনাইলজল ছড়াইয়া দিত।

গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর এই পায়খানাগুলি অধিক ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রত্যূষে লোকে যাহাতে নদীর ধারে মলত্যাগ না করে বা নদীর জল দূষিত না করে তজ্জন্য প্রাতে ৪ টা হইতে ৭॥০টা পর্য্যন্ত একদল স্বেচ্ছাসেবক নদীর উত্তর ধারটি পাহারা দিতেন। স্নানের সময় ভিড়ে যাত্রীদের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তজ্জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভিড়ের মধ্যেও যাত্রীদিগের কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। উপরোক্তরূপ ব্যবস্থা প্রাতে ৫টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত করা হইত।

মেলাস্থানের মহোৎসবের ও রাস্তাঘাটের আবর্জ্জনা প্রাতে ৪টা হইতে ৭॥০টার ভিতরেই স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজ হস্তেই ঝাঁট দিয়া পুড়াইয়া ফেলিতেন। এ বৎসর ১০টি বালকবালিকা অভিভাবকদিগের নিকট হইতে হারাইয়া যায়—কিন্তু সুখের বিষয় স্বেচ্ছাসেবকেরা বালকবালিকা-দিগকে পুনরায় তাহাদের অভিভাবকদিগের নিকট ফিরাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মেলার ভিড়ে চোর গুণ্ডা ও বদমাইসেরা যাহাতে যাত্রী-দিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে তজ্জন্য একদল স্বেচ্ছা-সেবক মেলার সকল স্থানে টহল দিয়া সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদিগের উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন।

মেলায় যাহাতে কোনরূপ সংক্রামক ব্যাধি না হয় তজ্জন্য বীরভূম জেলাবোর্ডের তরফ হইতে একজন Sanitary Inspector এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় চৌকিদারদিগেকে লইয়া কেন্দুবিল্ব গ্রামের প্রত্যেক পুষ্করিণী 'Bleaching Powder' দিয়া শোধন করিয়াছিলেন। গত দুই বৎসরের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর এই মেলায় কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি সাংঘাতিক রোগের আবির্ভাব হইত। সুখের বিষয় এই যে, মেলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই সতর্কতা গ্রহণ করায় গত দুই বৎসর হইতে মেলায় কোনরূপ সংক্রামক ব্যাধি দেখা দেয় নাই এবৎসর মেলায় একটী বালক অনাহারে রৌদ্রে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—

কিন্তু সংবাদ পাওয়া মাত্র স্বেচ্ছাসেবকেরা তাহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়া দেন।

মেলার যাত্রীরা ও চতুষ্পার্শ্বের লোকেরা যাহাতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে তন্নিমিত্ত স্বেচ্ছাসেবকেরা মহান্ত মহারাজের বাটীর প্রাঙ্গণে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা দেন। ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি দেখিবার ও বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভায় বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর এই মেলায় নানাস্থান হইতে জুয়ারিয়া আসিয়া জুয়া খেলিয়া যাত্রী-দিগের নিকট হইতে বহু অর্থ ঠকাইয়া লইয়া যায়। গত বৎসর এই জুয়া খেলা উঠাইয়া দিবার জন্য বিশ্বভারতীর স্বেচ্ছাসেবকেরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কোন ফল পান নাই। এবৎসর মেলার প্রথমেই স্বেচ্ছাসেবকেরা মেলা হইতে জুয়াখেলা উঠাইয়া দিবার জন্য মহান্ত মহারাজ ও ম্যানেজার মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করেন। এবৎসর জুয়ারিয়া জুয়াখেলার জন্য মহান্ত মহারাজকে ৩০০৲ টাকা দিতে চাহিয়াছিল কিন্তু মহান্ত মহারাজ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগের অনুরোধে মেলা হইতে জুয়াখেলা উঠাইয়া দেন। মহান্ত মহারাজের এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরের মহান্ত মহারাজ ও তাঁহার ম্যানেজার মহাশয় স্বেচ্ছাসেবকদিগের সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এ বৎসর মহান্ত মহারাজ নিজের ষ্টেট হইতে স্বেচ্ছাসেবক-দিগের জন্য আহার্য্য সরবরাহ করিয়া বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। বোলপুরের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী শ্রীহরিগতি দত্ত স্বেচ্ছাসেবকদিগকে মাঝে মাঝে আহার্য্য দ্রব্য সরবরাহ করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মেলার প্রথম দিন হইতে স্থানীয় পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদিগকে মেলার স্বাস্থ্য ও শান্তিরক্ষার বিষয়ে সাহায্য করেন। তাঁহাদের এইরূপ লোকসেবার কার্য্য যথার্থই প্রশংসনীয়। কেন্দুলী মেলাতে মোট ব্যয় ১৪৩৲, তন্মধ্যে জিলাবোর্ড ৫০৲ সাহায্য করায় আমরা তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কলেরা

গত বৎসর জলাভাববশত এই জিলার সর্ব্বত্র কলেরা মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। জিলাবোর্ডের সহযোগিতায় আমাদের কর্ম্মীগণ নিম্নলিখিত গ্রামে সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে—নায়কবাজার, মুল্লুক, চণ্ডীপুর, শিয়ান, বাহুরা, বাহিরী, লোহাগড়, বোলপুর। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকদল ও ব্রতীবালকদল কলেরা প্রতিকারার্থে তাহাদের সকল চেষ্টা নিয়োজিত করেন। এই কার্য্যে বোলপুরের সেবা-সমিতির নিকট হইতে আমরা বিশেষ সাহায্যলাভ করিয়াছি। জিলাবোর্ড হইতে আমরা যে সকল ঔষধপত্র বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্ব্যতীত আরও ১০০৲ টাকা উক্ত বাবদে ব্যয় হইয়াছে। বোলপুর, শান্তিনিকেতন, ও শ্রীনিকেতনের হিতৈষী বন্ধুগণ আমাদিগকে অর্থসাহায্য করিয়া বাধিত করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর সুযোগ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্যে আমাদিগকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন।

অগ্নিদাহ

গত এপ্রিল মাসে নাইনি গ্রামে অগ্নিদাহে ৫০০ গৃহ ভস্মীভূত হয়। এই গ্রামের অধিবাসীগণ দরিদ্র মুসলমান। ইহাদের দুরবস্থার কথা অবগত হইয়া আমাদের সেবকগণ বোলপুর-সেবা-সমিতির সহযোগিতায় চাউল, ডাল, লবণ ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া দরিদ্র অধিবাসীদিগের জীবন-রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। জুন মাসে ব্যংচাত্রা গ্রামে অগ্নিদাহে ১০৭ খানি গৃহ ভস্মীভূত হয়। এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ ৫/০ মণ চাউল, ৸০ সের ডাল ও ।০ সের লবণসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এই গ্রামের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করিতে বোলপুর-সেবা-সমিতির সভ্যগণ যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। আমরা এই গ্রামে সর্ব্বসমেত ১৪/০

মণ চাউল, ২।৩ ডাল ও ৸৫ লবণ বিতরণ করি। ইহা ব্যতীত এই গ্রামের কয়েকজন দরিদ্র শিল্পীকে যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য ১০৩৲ টাকা দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে জিলার কলেক্টর বাহাদুর ৬৪৲ টাকা দান করেন ও বাকী অর্থ ও চাউলডাল ইত্যাদি, সেবকগণ ভিক্ষাদ্বারা সংগ্রহ করিয়াছেন।

বালিকা বিদ্যালয়

সুরুল গ্রামের দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি অবৈতনিক বালিকাবিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। তাহার ছাত্রীসংখ্যা বর্ত্তমান সময়ে ৩৬টী। লেখাপড়া শিক্ষার সহিত তাহাদের সেলাই ও বাগানের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

নৈশ বিদ্যালয়

সুরুল গ্রামের অবনত শ্রেণীর বালকদিগের শিক্ষার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা ৫০ জন। মহিদাপুর গ্রামে সম্প্রতি একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। তাহার ছাত্রসংখ্যা ২৫ জন।

বাগান

স্থানীয় ব্রতীবালকদিগকে কৃষিসম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীনিকেতনের নিকটবর্ত্তী ৬টি বিভিন্ন গ্রামে ব্রতীবালকগণকর্ত্তৃক বাগান তৈয়ার করান হয়। এই বাগানের জন্য বিশ্বভারতীর কৃষিবিভাগ হইতে বীজ ও চারা সরবরাহ করা হয়। গত বৎসর বাহাদুরপুর ও মহিদাপুরের ব্রতীবালক-দলের বাগান সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

ম্যাজিক লণ্ঠন

বীরভূমের পল্লীসমস্যা সম্বন্ধে গত বৎসর ৬০ খানি Magic Lantern Slides তৈয়ারী করা হয়। গত বৎসর ১৫টী বিভিন্ন স্থানে (পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে) ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা করিয়া গ্রামবাসীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

বয়ন শিল্প

শান্তিনিকেতনের নিকটবর্ত্তী ভুবনডাঙ্গা গ্রামের ব্রতীবালকদিগকে বয়নশিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভুবনডাঙ্গা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় শ্রীনিকেতনের বয়নবিভাগে শিক্ষালাভ সমাপ্ত করিয়া গ্রামে ফিরিয়া গিয়া ব্রতীবালকদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। এই শিল্প-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে তাঁত ও চরকা বসান হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই গ্রামের ব্রতীবালকেরা তোয়ালে, গামছা, ফিতা ও আসন বুনিতে শিখিয়াছে।

পল্লী পাঠাগার

গত ডিসেম্বর মাস হইতে এই বিভাগের চেষ্টায় একটি পল্লীপাঠাগার (Circulating Library) স্থাপিত হইয়াছে। ব্রতীবালকদিগের শিক্ষা-দানের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় আমরা পল্লীপাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়দিগের সংস্পর্শে আসি। এই সকল শিক্ষকের বেতন এত সামান্য যে বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও অর্থব্যয় করিয়া অত্যাবশ্যকীয় পুস্তকাদি ক্রয় করিতে তাঁহারা অসমর্থ। ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিতে না পারিলে ইহারা ব্রতীবালকদিগের উন্নতির পথে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবেন না; ইহা মনে করিয়া আমরা প্রথমে ব্রতীবালক ও পণ্ডিত মহাশয়দিগের জন্য পল্লীপাঠাগার স্থাপন করিতে মনস্থ করি। পল্লীসেবা বিভাগের অকৃত্রিম

হিতৈষী শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয় অবগত হইয়া উক্ত কার্য্যে ১০৲ টাকা দান করেন। তাঁহার এই সাহায্য অবলম্বন করিয়া আমরা পল্লী-পাঠাগার স্থাপন করি। বর্ত্তমানে এই পাঠাগারের সুপাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা ১১১। পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধর, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নজামল হক মহাশয় এই পাঠাগারের জন্য অনেকগুলি পুস্তক বিনামূল্যে দান করিয়া আমাদের বাধিত করিয়াছেন। আমরা নিকটবর্ত্তী ১০টি গ্রামে পণ্ডিতদিগের সাহায্যে ৫খানি করিয়া পুস্তক বিতরণ করি, পনেরদিন অন্তর বিভিন্ন গ্রামের পুস্তকগুলিকে বদলাইয়া দেওয়া হয়। সুখের বিষয় এই যে, গ্রামে বাংলা-ভাষা পড়িতে সক্ষম এরূপ কৃষকগণ এই পাঠাগারের পুস্তক অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছে। তজ্জন্য আমরা আগামী বৎসর এই পাঠাগার যাহাতে বিস্তৃতিলাভ করে সেবিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি। এই নিমিত্ত পাঠাগারে পুস্তকাদি দান করিবার জন্য আমরা সর্ব্বসাধারণকে সানুনয় অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

জিলা সম্মিলনী

গত বৎসর ৭২টী ছাত্র নানাস্থান হইতে আগমন করিয়া শ্রীনিকেতনের বয়নবিভাগে গৃহ-শিল্প শিক্ষা করে। তন্মধ্যে ৪১ জন শিক্ষক ছিলেন। এই বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সেনের ঐকান্তিক চেষ্টায় শতরঞ্চি নেওয়ার, কার্পেট, কম্বল ও অন্যান্য বস্ত্রবয়ন, রংকরা, ছাপ দেওয়া (Calico-printing) ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পশিক্ষার অয়োজন হইয়াছে। উল্লিখিত ছাত্রগণ এ সকল শিল্পশিক্ষা করিয়া এ জেলার নানা স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। জেলা বোর্ড, ইউনিয়ান বোর্ড, সরকারী শিক্ষাবিভাগ ও বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের সাহায্য পাইলে অতি সহজে শ্রীনিকেতনের সহযোগিতায়, অল্প ব্যয়ে, এই জেলার সর্ব্বত্র গৃহশিল্প প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

উল্লিখিত শিল্পের মধ্যে অধিকাংশগুলিই একমাসের মধ্যে ভালরূপ শিক্ষা করা হয়, এবং সামান্য মূলধনে কার্য্য আরম্ভ করা চলে। বর্ত্তমানে পল্লীগ্রামের পাঠশালার শিক্ষকদিগের বেতন এত অল্প যে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে না পারিলে তাহাদের দ্বারা শিক্ষাসংস্কারের আশা বাতুলতা মাত্র। অর্থাভাবের জন্য তাহাদের বেতন বাড়াইয়া দিবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

এ অবস্থায় গৃহ-শিল্পদ্বারা তাহাদের অবসরসময়ে আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করিয়া দিলে শিক্ষার উন্নতি সম্ভবপর নয়। বিদ্যালয়েও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কুণ্ডলা, নলহাটী, মিত্রভূম, এই তিনটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় এবং পারুই ও ভুবনডাঙ্গা উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সেন এ সকল স্থানে গিয়া তাহাদের সাহায্য করিতেছেন।

যাহারা এখন হইতে নানাবিষয় শিক্ষালাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহারা যাহাতে সরকারী কর্ম্মচারীগণ ও জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করিতে পারেন এই উদ্দেশে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে আমাদের এই পল্লীসেবাবিভাগের উদ্যোগে জেলাসম্মিলনীর অধিবেশন আহুত হয় এই সম্মিলনীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসু আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

এতদুপলক্ষ্যে বীরভূম জিলার নানা স্থান হইতে প্রায় পাঁচশত ভদ্রলোক এই সভায় যোগদান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ডাক্তার ষ্টেনকোনো ও তাঁহার পত্নী, ডাক্তার শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীকালিদাস নাগ, শ্রীপ্রসান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীনেপালচন্দ্র রায়, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীনন্দলাল বসু,

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার, শ্রীজাহাঙ্গীর বকিল, এস্, আর্, এম, নাইডু, পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বেলা দেড় ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণটি পাঠ করেন। তিনি নিজে বর্ত্তমান জিলার একজন কৃষিদক্ষ জমিদার সুতরাং কৃষিসম্বন্ধে অনেকগুলি চিন্তাপূর্ণ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্য হইতে কিছু কিছু এখানে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

আমাদের দেশের জোত ক্ষুদ্রাকার হইলেও পরস্পর পরিবর্ত্তনদ্বারা প্রত্যেকের জমি এক এক দিকে একত্রীভূত করিতে পারিলে জমির আকার বৃহৎ করিবার সুবিধা হয় এবং রাসায়নিক সার ও খইল প্রভৃতি সারের প্রয়োগদ্বারা উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহার মূলধন ও দেশের লোকের শিক্ষা আবশ্যক। কৃষি সমবায়সমিতি ও সমবায়ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা এই অভাবের মোচন করিতে পারা যায়। বীরভূমে সেচনের জলের অভাবে ইচ্ছানুরূপ কৃষিকার্য্য করিতে পারা যায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মনুষ্যত্বের ও ভবিষ্যদ্দর্শিতার ফলে এককালে বীরভূমে অগণ্য পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। কালের প্রভাবে অধিকাংশ পুষ্করিণী ভরাট হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে। সমবায় প্রণালীতে জলসেচন সমিতি গঠন করিয়া সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণের দ্বারা এই কার্য্যের আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। যেখানে এরূপভাবে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব সেখানে আমাদের শারীরিক পরিশ্রম দিয়া অর্থাৎ নিজের হাতে কোদাল ধরিয়া পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে। পানীয় জলের পুষ্করিণীর সংস্কারও এইরূপভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে।

বীরভূমের মধ্য দিয়া অসংখ্য নদনদী অবিরাম প্রবাহিত হইয়া

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার, শ্রীজাহাঙ্গীর বকিল, এস্, আর্, এম, নাইডু, পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বেলা দেড় ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণটি পাঠ করেন। তিনি নিজে বর্ত্তমান জিলার একজন কৃষিদক্ষ জমিদার সুতরাং কৃষিসম্বন্ধে অনেকগুলি চিন্তাপূর্ণ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্য হইতে কিছু কিছু এখানে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

আমাদের দেশের জোত ক্ষুদ্রাকার হইলেও পরস্পর পরিবর্ত্তনদ্বারা প্রত্যেকের জমি এক এক দিকে একত্রীভূত করিতে পারিলে জমির আকার বৃহৎ করিবার সুবিধা হয় এবং রাসায়নিক সার ও খইল প্রভৃতি সারের প্রয়োগদ্বারা উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহার মূলধন ও দেশের লোকের শিক্ষা আবশ্যক। কৃষি সমবায়সমিতি ও সমবায়ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা এই অভাবের মোচন করিতে পারা যায়। বীরভূমে সেচনের জলের অভাবে ইচ্ছানুরূপ কৃষিকার্য্য করিতে পারা যায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মনুষ্যত্বের ও ভবিষ্যদ্দর্শিতার ফলে এক-কালে বীরভূমে অগণ্য পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। কালের প্রভাবে অধিকাংশ পুষ্করিণী ভরাট হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে। সমবায় প্রণালীতে জলসেচন সমিতি গঠন করিয়া সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণের দ্বারা এই কার্য্যের আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। যেখানে এরূপভাবে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব সেখানে আমাদের শারীরিক পরিশ্রম দিয়া অর্থাৎ নিজের হাতে কোদাল ধরিয়া পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে। পানীয় জলের পুষ্করিণীর সংস্কারও এইরূপভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে।

বীরভূমের মধ্য দিয়া অসংখ্য নদনদী অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইয়া

কত জল যে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যতদূর সম্ভব এই জল আবদ্ধ করিয়া পয়ঃপ্রণালী দ্বারা আমাদের শস্যক্ষেত্রে প্রবাহিত করিতে হইবে এবং সেচনের পুষ্করিণীগুলিকে জলপূর্ণ করিতে হইবে। আমাদের এই কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি দয়া করিয়া ইঞ্জিনীয়ার ও তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারিবৃন্দকে বীরভূমের জন্য নিয়োজিত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রত্যেক গ্রামে ম্যালেরিয়ানিবারণী সমিতির প্রতিষ্ঠান দ্বারা গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তিকে, গ্রামের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, উপযুক্ত ও আবশ্যকীয় ড্রেন নির্ম্মাণ, জঙ্গল পরিষ্কার করান, পচা ডোবাদি বুজাইয়া দেওয়া ও ম্যালেরিয়ামশকের ধ্বংস ইত্যাদি প্রক্রিয়া দ্বারা ম্যালেরিয়া দূর করিবার বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে।

তৎপরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির পদে বৃত হন। শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তব্যে যাহা বলেন তাহার সংক্ষেপোদ্ধার এইরূপ। আমি বীরভূম জেলার লোক নহি বাঁকুড়ার। তাই প্রত্যক্ষত এই জেলার সম্মিলনীর সভাপতির কার্য্য করিবার অধিকার আমার নাই বটে—কিন্তু এক হিসাবে আমি এই পদ দাবী করিতে পারি। গত আদম শুমারীতে দেখা গিয়াছে বাঁকুড়ায় হাজার-করা ১০০ জন এবং বীরভূমে হাজার-করা ৯০ জন লোক কমিয়াছে। ক্ষয়িষ্ণুতা হিসাবে আমার জেলার পরেই বীরভূমের স্থান—অতএব সেই দিক হইতে এই জিলায় আমার কিছু অধিকার আছে।

আজ আমাদের এখানে আলোচনা জেলানীতি সম্বন্ধে, উচ্চ রাজনীতি সম্বন্ধে নহে। আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য দেশের জনসাধারণকে অবসাদ ও অবিশ্বাসের জড়তা হইতে জাগান। ইহার পরে আমাদের উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহা অনুসরণ করা প্রয়োজন। আমাদের উন্নতির একমাত্র উপায় আত্মভেদ ও অবিশ্বাস ভুলিয়া দলবদ্ধ হওয়া। ইহার প্রধান অন্তরায়

আমাদের নিজেদের মধ্যে। বহুদিন দুরবস্থার মধ্যে থাকিয়া আমরা আত্ম-নির্ভরতা হারাইয়া ফেলিয়াছি—জগতের মূলে যে মঙ্গল বিশ্বাস রহিয়াছে তাহার প্রতি আমাদের যেন আর আস্থাই নাই। দলবদ্ধ হইতে হইলে যে সমস্ত ভেদ মিটাইতে হইবে তাহা কম নয়। জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, ধনভেদ, এতদ্ব্যতীত নূতন এক রাজনৈতিক মতভেদ আসিয়া জুটিয়াছে। এই শেষোক্ত ভেদ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, অন্য যে-কোনো বিষয়ে আমাদের মতভেদ থাকুক না কেন আজকার সভার আলোচ্য বিষয়ে অন্তত কারো মতভেদ থাকা সম্ভবপর মনে করি না। সকলকে একত্র হইয়া কৃষির উন্নতির জন্য লাগিতে হইবে। এবং এই ব্যবসায়কে দৃঢ়মূল করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে ইহাকে রেজিষ্ট্রী করিয়া লইলেও আপত্তি নাই। গভর্মেণ্টের যে সব আইন আমাদের উপকারে লাগে তাহার সাহায্য লওয়া উচিত এবং যে সব রাজকর্ম্মচারী আমাদের সাহায্য করিতে চান্ তাঁহাদের সাহায্য লওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি—মহাত্মা গান্ধীর কাগজ ইয়ং ইণ্ডিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া শতশত সংবাদপত্র গভর্মেণ্টের আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়া দেশে বিলি হইতেছে। ইহাতে আপত্তির কারণ নাই কেননা গভর্ণমেণ্ট আমাদের শক্তির উপরেই স্থাপিত এবং সে গভর্মেণ্ট এমন নয় যে সাধিয়া বা স্বেচ্ছায় কিছু আমাদিগকে দিবে; তাহার নিকট হইতে অন্ন-বিস্তর জোর করিয়া আমাদের উচিত প্রাপ্য আমাদিগকে আদায় করিতে হইবে। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রার্থনা করিলে স্বাবলম্বনের ব্যাঘাত ঘটে। কথাটা সত্য। অন্য দেশে গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ একদলের, কাজেই এ প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। আমাদের দেশে দুই দল ভিন্ন—কাজেই এ কথা উঠিতে পারে। কিন্তু আমার পূর্ব্ব বক্তব্য অনুসারে আমরা যদি রাজশক্তি ও রাজপদ অধিকার করিয়া লইতে পারি—তবে ক্রমে আর এ প্রশ্ন উঠিবে না। কিন্তু গভর্ণমেণ্টকে দোষ দিয়া চুপ

করিয়া বসিয়া থাকিলে ম্যালেরিয়ায় মরিবে কারা? দুর্ভিক্ষ এবং অনাহারে মরিবে কারা? আমরাই।

আমার শেষ নিবেদন এই যে আমাদের মধ্যে আর একটি সাংঘাতিক ভেদ ঘটিয়াছে—সাহরিক্ ও গ্রাম্য। সাহরিক্ আমরা বিনা পরিশ্রমে ও বিনা দ্বিধায় গ্রাম্য লোকের খাটুনীর উপর বাঁচিয়া আছি। সাহরিকদের গ্রাম্য লোকদের সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে। এবং সকলে মিশিয়া পরস্পর সাপেক্ষ যে উন্নতি—যাহা শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ধন প্রভৃতি নানাভাগে বিভক্ত তাহারই পুনরুদ্ধার কল্পে নিযুক্ত হইতে হইবে।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে সভার অন্যান্য কার্য্য আরম্ভ হয়। নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা-সংস্কার—বক্তা—শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

স্ত্রী শিক্ষা—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বসাক। (নারী-শিক্ষাসমিতির সম্পাদক)

জলসেচন—শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়। কৃষি—শ্রীসন্তোষবিহারী বসু।

স্বাস্থ্য—ডাঃ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ বি; ডি, পি এইচ।

পল্লী-সংগঠন—শ্রীকালীমোহন ঘোষ। বয়ন শিল্প—শ্রীহংসেশ্বর রায়।

পল্লী পরিচয়—ডাঃ শ্রীরজনীকান্ত দাস।

সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস মহোদয় একটী হৃদয়-স্পর্শী বক্তৃতা করেন।

জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কুইণ্টন আই, সি, এস্ মহোদয় পল্লী-সংস্কার কার্য্যে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

এই সম্মিলনীর ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বোলপুরের সহৃদয় মহাজনগণ ১২৭৲, রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বাহাদুর ১৫০৲, লাভপুরের লোকপ্রিয় জমিদার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ৫০৲ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় ১০০৲ দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইলাম্‌বাজারের জনহিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়

মহোদয় প্রচুর তরকারী, মাছ ও মাংস দান করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন।

ডাঃ রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শচীমোহন ভৌমিক, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল ঘোষ তাঁহাদের অবসর সময়ে নিয়মিতরূপে পল্লী সংস্কারের কার্য্যে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন।

আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "স্বদেশী সমাজে" পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে বাণী প্রচার করিয়াছেন সেই মহান্ আদর্শের অনুসরণ করিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি।

অযোগ্যতাজনিত ব্যর্থতার বেদনায় আমাদের হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া জাতিবর্ণের ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া আমাদের পরম সুহৃদ্ মিঃ এল্‌মহার্ষ্ট সাহেব এই কার্য্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। আজ তিনি কার্য্য ব্যাপদেশে স্থানান্তরে রহিয়াছেন। তাঁহার অভাব আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি।

শত ব্যর্থতার মধ্যে ও আমাদের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে পল্লী-সংগঠন কার্য্য ব্যতীত এ জাতির মুক্তির আর অন্য পন্থা নাই।

এই নব জাগরণের দিনে যাঁহারা আমাদের জাতীয় জীবনের ঋত্বিক্, ত্যাগের মহিমায় যাহাদের ললাট উদ্ভাসিত, তাঁহারা সহরের ইট্ পাথরের কৃত্রিম সমতার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া পল্লীর প্রাঙ্গণতলে সমবেত হইয়া কবির ভাষায় বলুন—

"ও আমার দেশের মাটী
তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর
তোমাতে বিশ্ব'মায়ের আঁচল পাতা।"

RABINDRA-SADANA
7268
VISVA-BHARATI

—০—

শান্তিনিকেতন প্রেসে
প্রিণ্টার—শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

644
24/12/76

Call No.
Accession No. 7268
Author কালীমোহন ঘোষ
Title শ্রীনিকেতন পল্লী-সেবা বিভাগের প্রতিবেদন।

Borrower's No.	Issue Date